ফলোআপ : গাংনীতে জোড়া খুনের ঘটনায় দুটি মামলা।

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুরে একটি লিচু বাগান দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে জোড়া খুনের ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে উভয় পক্ষ। গত রবিবার মৃত ইচমত কবির ডাবলু ’র মা ইসলামা খাতুন (৬০) বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ১০ জন এজাহার নামীয়সহ অজ্ঞাত আরো ২ /৩ জনকে আসামী করা হয়েছে। যার নং -১৬/২০ তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০২০ ইং। ধারা ঃ ১৪৩, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২/৩৪, ৫০৬, ১১৪ ও ১০৯ (দন্ডবিধিঃ)

অপরদিকে একই দিনে নিহত সানারুল ইসলামের স্ত্রী রশিদা বেগম বাদী হয়ে ২ জনকে আসামী করে অপর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। যার নং -১৭/২০ তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০২০ ইং
ধারা ঃ ৩০২/৩৪ (দন্ডবিধিঃ)

মামলার এজাহারসুত্রে ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান , মামলার ঘটনাস্থলের পাশে কাজিপুর গ্রামস্থ কেএনএসএইচ বালিকা বিদ্যালয় ও কে এস এইচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর দক্ষিণ পাশে তিন বিঘা জমিতে ডাবলুর পিতা খবির জনৈকা আশরাফন নেছার নিকট হতে ক্রয়সূত্রে মালিক দাবী করে অনুমান ৩০ বছর দখলে রাখাসহ আম ও লিচু করিয়া ভোগ দখল করে আসছে।

২০১৪ সালে আশরাফন নেছার মেয়ে আকলিমা খাতুন উক্ত আম লিচু বাগানের সম্পুর্ণ বিক্রী করে নাই বলে অংশিদারিত্ব দাবী করে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলার পর জমির ভোগ দখলে স্থানীয় লাল্টুকানা ও হাবিব মেম্বর ও সানারুল আকলিমার পক্ষ নিয়ে খবিরকে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। ঘটনার দিন উক্ত জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্থানীয় মোশারফের বাঁশবাগানের মধ্যে মারামারির ঘটনায় প্রতিপক্ষের আঘাতে ডাবলুর মৃত্যু হয় ও পিতা খবির মারাত্মক আহত হয়।

আহত খবির কে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করেন। আহত খবির উদ্দিন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের আঘাতে সানারুল ইসলাম মারাত্মক আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সাহেবনগর বাজারে নিয়ে আসলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পুলিশ

সুপার এসএম মুরাদ আলি, অতিঃ পুলিশ সুপার (প্রশাসন) শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিঃ পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে নিহত ব্যাক্তিদের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত শেষে উভয় পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে ।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম জানান, পৃথক দুটি মামলায় তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়োজিত থেকে শতভাগ শততার সাথে তদন্ত কাজ চলমান রয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত ব্যাতিত কেউ যেন হয়রানী না হয় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান. যেহেতু জোড়া খুন মামলায় পৃথক পরিবার মামলা করেছে। সেহেতু সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা সম্ভব হবে। তিনি নিশ্চিত করে বলেন, প্রকাশ্যে মারামারির ঘটনায় উভয় পক্ষের দুই জন নিহত হয়েছে। সঠিক তদন্ত করা হবে।

নূরুল হক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার দিলো বন্ধন গ্রুপ

করোনা মহামারীর কারণে সাধারণ অসহায় কর্মহীন বয়স্ক বিধবা পরিবারের পাশে দাড়িয়েছে নূরল হক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় বন্ধন গ্রুপ। গাংনী উপজেলার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে ন্যুনতম ১ জন করে মোট ১৫০ টি পরিবারকে নগদ ১ হাজার টাকা পৌঁছে দিল বন্ধন গ্রুপ।

বন্ধন গ্রুপের পরিচালক আব্দুস সামাদ সোহাগ বলেন, তারা তিনদিন ব্যাপি এই বিতরণ কার্যক্রম চালবে,সাথে আমরা ১৫০ টি পরিবারকে এই

উপহার পৌঁছে দিবো।

তাদের এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে নূরুল হক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ডা. নাজমুল হক সাগর ভাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুরো অর্থ প্রদান করেছেন। তিনি ববলেনবন্ধন গ্রুপরা আরো বলে আমরা এতিমখানা, প্রতিবন্ধী সহ আরো ২০০ অসহায় পরিবারের পাশে দাড়াবো। সেখানেও নূরুল হক ফাউন্ডেশন আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পাশে থাকবে বলে অঙ্গীকার করেছেন।

বন্ধন গ্রুপের স্লোগান, এসো মিলি প্রাণের টানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। এক হলে পারি একা হলে হারি। আমরা মানবসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে চাই।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক, প্রকাশকসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে পরের বাড়ি দখলে রাখার সংবাদ প্রকাশ করায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ এস ইমন ও যুগ্ম সম্পাদক আল আমীনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের সাংবাদিকরা।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাংবাদিকরা এ কর্মসূচী পালন করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযমের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন অবজারভার প্রতিনিধি রফিকুল আলম, মানবকন্ঠ প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্না, দিনকাল প্রতিনিধি হারুনুর রশিদ রবি, পশ্চিমাঞ্চল প্রতিনিধি ডিএম মুকিদ, আমার সংবাদ প্রতিনিধি মিজানুর রহমান।

মানববন্ধনে ইত্তেফাক প্রতিনিধি মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায়

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, মেহেরপুর নিউজের বার্তা সম্পাদক মিজানুর রহমান, জনতা প্রতিনিধি কামারুজ্জামান খান, বাংলা টিভি ও মানবজমিন প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, আমাদের অর্থনীতি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, ভোরের কাগজ প্রতিনিধি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, মেহেরপুর প্রতিদিনের চীফ রিপোর্টার মর্তুজা ফারুক রুপক, অধিকার প্রতিনিধি শাকিল রেজা, সাংবাদিক মুহম্মদ মহসীন, আলোকিত সকাল প্রতিনিধি সাব্বির হোসেন, বার্তা মেহেরপুর প্রতিনিধি রাশেদ খান, সাংবাদিক মেহেরাব হোসেন, জবাবদিহি প্রতিনিধি সিরাজদৌলা পাভেল, হাসনাত জামান সৈকত প্রমুখ।

মানববন্ধনে রফিকুল আলম বলেন, সংবাদ প্রকাশ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মামলা করতেই পারেন। তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে হয়রানি করতে পারেন না। সব যায়গায় ক্ষমতা দেখাতে হয় না।

মাহাবুব চান্দু বলেন, আইনটি পাশ হওয়ার পর প্রধামন্ত্রী, আইন মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রী সহ সরকারের দায়িত্বশীলরা বলেছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এ আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না। কিন্তু আমরা গভির উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করছি দেশের বিভিন্ন স্থানের মত মেহেরপুরেও সাংবাদিকদের এই আইনে মামলার সন্মুখিন হতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন বিরুদ্ধে পরের বাড়ি দখলে রাখার সংবাদ প্রকাশ করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তার ভাগ্নে সবুজ হোসেন গত ১৩ মে এ মামলা দায়ের করেন। গত ১১ মে ‘গাংনীর সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের কান্ড’ “২৬ বছর ধরে দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রধান শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি ওই দিন অনলাইন ভার্সনেও প্রকাশ পায়। সেদিন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা টক অব দ্য জেলায় পরিণত হয়। মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করায় মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারকে ধন্যবাদ জানায় পাঠকরা।

শিশু সংগঠন অংকুরের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ইফতার বিতরণ

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করতে এবং সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে শিশু সংগঠন অংকুরের আয়োজনে ১৮ রোমজান বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে এক ব্যাতিক্রম ধর্মী ইফতার বিতরণের করে শিশু সংগঠন অংকুর।

এলাকার পথচারী সহ সড়ক দিয়ে বিভিন্ন চলাচল রত পথচারী ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে এ ইফতার বিতরণের ব্যবস্থা করেছে তারা।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতারের বিতরণ করছে শিশু সংগঠন অংকুর।করোনা মহামারীতে অসহায় মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

শিশু সংগঠন অংকুর সকল সদস্যদের উদ্যেগে গরিব অসহায় দিন মুজুরদের মাঝে ইফতার বিতরণ করে চলেছে শিশু সংগঠন অংকুর।

শিশু সংগঠন অংকুরের সদস্যরা বলেন এই ইফতার বিতরণ চলবে ১০ দিন ব্যাপি।

মেহেরপুরের বামনপাড়াতে আম ব্যবসায়ীর গোডাউনে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলা বামনপাড়া গ্রামে অগ্নিকান্ডে আম ব্যবসায়ীর গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সোমবার সকাল ৮ টার সময় আমের ক্যারেট বোঝাই গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ৩০ মিনিট ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

আম ব্যবসায়ী মোঃ সুরুজ আলী জানান, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার ক্ষয় – ক্ষতি হয়েছে। গোডাউনে, স্যালো মেশিন, স্প্রে মেশিন, আমের ক্যারেট ছিলো যা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানান, সকাল ৮ টার সময় গোডাউনের পাশে আর্বজনা ফেলার স্থান থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে। এতে মুহুর্তের মধ্যে চারিপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করে।

গাংনীতে কাথুলী থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা আটক

মেহেরপুরের গাংনী কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাগুড়ার এক প্রবাসীর বউকে তার প্রেমিকসহ আটক করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিট।
আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।
ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মাগুড়ার এক প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ লাকী খাতুন কে মিরাজ নামের এক ব্যাক্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। এবং তারা পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহন করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম এর বাড়ি।
জিয়ারুল ইসলাম জানান, কিছুদিন আগে আমার কাছে আমার বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য আসেন এমত অবস্থায় আমি তার পরিবারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা জিঙ্গেস করি মিরাজ জানান তিনি আর তার স্ত্রী থাকবেন এবং বাসার মাসের ভাড়া নির্ধারন করে তাদের কে আমার বাসা ভাড়া দিই। স্থানীয়রা জানান, মিরাজ পেশায় একজন রাজ মিস্ত্রী। আর তিনি এখানে এসে মিস্ত্রিকাজ করে বেড়ান। মিস্ত্রি কাজ করে বাসা ভাড়া দিয়ে থেকে কি ভাবে চলবেন নিজ বাসায় থাকায় তো ভালো স্থানীয়রা এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান বাসায় পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করে আমরা এসেছি কয়েকমাস পর আমাদের সমস্যা সমাধান হলেই চলে যাবো বলে জানান মিরাজ।
পিবিআই ইউনিটের এস আই হুমায়ুন কবির জানান, মোছাঃ লাকী খাতুন মাগুড়ার বাসিন্দা এক প্রবাসীর স্ত্রী। লাকী খাতুন কে বের করে

নিয়ে আসার অভিযোগে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিটে নারী ও শিশু নির্যান মামলা করেন তার স্বামী। যার কেস নাম্বার ৩৯/২০। পরে মামলার তদন্আতে বেরিয়ে আসে আসামি পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহন করেছেন। গাংনী ধলা এস আই জাহিদ কে সাথে নিয়ে বাড়ি আটক করি। প্রবাসির বউ সহ প্রেমিককে গ্রেপ্তার করি।

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করেতন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নমুনা পাঠাই পরীক্ষার জন্য। সে পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমেত খুব

অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করেতন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরীক্ষা করা হলে সে ে◌িরপার্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিস্থিতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ হয়েছে।
আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ েহেয়ছন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা েহেয়ছ। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

গাংনীতে ধান কেটে কৃষকের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা কৃষকের ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

গতকাল রোববার সকাল ১০ টার দিকে হাড়াভাঙ্গা দাড়ি পোড়ার মাঠে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা খেজমত আলী নামক প্রবাসীর ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

এ সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ধানকাটা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নির্দেশে অসহায় গরীব চাষীদের ফসল তাদের ঘরে তুলে দেওয়ার যে
নির্দেশনা তারই ধারাবাহিকতায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্যরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডক্টর সেফটি বক্স স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা নিতে আসা রোগীদের করোনা ও ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করার জন্য ডক্টরস সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের সম্মুখে টিকিট কাউন্টারের সাথে চিকিৎসকদের জন্য সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দীন প্রধান হিসেবে উপস্থিত থেকে সেফটি বক্সের উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের সভাপতিত্বে আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা, স্বাস্থ্য প্রকৌশল খুলনা বিভাগীয় তত্বাবধায়ক কাজী সামসুল আলম, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক প্রকৌশলী জলিলুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক প্রকৌশলী গরেশ চন্দ্র সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সেফটি বক্সের মধ্যে থেকেই রোগীদের কোন স্পর্শ ছাড়ায় কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং রোগীদের সকল ধরনের সেবা দিতে পারবেন। এতে চিকিসকদের চিকিৎসা দিতে কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না। চিকিৎসক কিংবা রোগী সকলেই শতভাগ সুরক্ষিত থাকবেন। একই সাথে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ বক্স স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ্য।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নুমুনা পাঠাই পরিক্ষার জন্য। সে পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ২২ এপ্রিল

প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমতে খুব অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরিক্ষা করা হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিাস্থতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ্য হয়েছে।

আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে।

সেই সাথে যারা সুস্থ্য হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্যতার ছাড়পত্র দিয়েছি।